তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৭/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ (১) জনাব বিপ্লব কর্মকার
পিতা- সুভাষ চন্দ্র কর্মকার
(২) জনাব শ্রীধাম কর্মকার
পিতা-সঞ্জু কর্মকার
গ্রাম+পোষ্ট-বিপুলাসার,
থানা-মনোহরগঞ্জ, জেলা-কুমিল্লা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব প্রফেসর ডঃ এন.এম.গোলাম জাকারিয়া
রেজিস্ট্রার (অঃ দাঃ)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০ ।

রায়

তারিখ ঃ ৩১-০৫-২০১৫ ইং

অভিযোগকারীর গত ২০-০১-২০১৬ তারিখের অভিযোগের ভিত্তিতে তথ্য কমিশনের ২৯-০২-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি আমলে নিয়ে ২২-০৩-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির, কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির থাকায় ১৮-০৪-২০১৬ তারিখ পুনরায় অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। নির্ধারিত ১৮-০৪-২০১৬ তারিখের শুনানীতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট হাজির হয়ে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন ও কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব প্রদান করেন। শুনানীঅন্তে অদ্য রায়ের দিন নির্ধারণ করা হয় ।

অভিযোগকারী জনাব শ্রীধাম কর্মকার এর অভিযোগ বিবরণী ও বক্তব্য।

অভিযোগকারী গত ২৫-১১-২০১৫ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, রেজিস্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বরাবরে ই-মেইলযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) April 2013 Semester, Course CSE 6806: Wireless and Mobile Communication Networks, উক্ত কোর্সের সকল টার্মটেস্টের প্রশ্নপত্রসহ সকল পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের ফটোকপি এবং ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রসহ সকল পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের ফটোকপি। এছাড়া সকল পরীক্ষার্থীর প্রেজেন্টেশন ও এসাইনমেন্টে প্রাপ্ত নম্বর।

খ) October 2013 Semester, Course CSE 6302: Software Quality Assurance উক্ত কোর্সের সকল টার্মটেস্টের প্রশ্নপত্রসহ সকল পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের ফটোকপি এবং ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রসহ সকল পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের ফটোকপি।

গ) April 2014 Semester, Course CSE 6602 High Dimensional Data Management উক্ত কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রসহ সকল পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের ফটোকপি। এছাড়া সকল পরীক্ষার্থীর প্রেজেন্টেশন ও এসাইনমেন্টে প্রাপ্ত নম্বর।

নির্ধারিত সময়ে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৯-১২-২০১৫ তারিখে উপাচার্য ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বরাবরে ই-মেইলযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২০-০১-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে ই-মেইলযোগে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ না করে বরং কালক্ষেপন করছেন ।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এর রেজিস্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ নুরুজ্জামান এর বক্তব্য

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ নুরুজ্জামান উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর চাহিত তথ্য যেহেতু তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২(চ) উপধারার প্রদত্ত তথ্যের সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন তথ্য নয় এবং যেহেতু পরীক্ষার উত্তরপত্র, পরীক্ষার্থীর প্রেজেন্টেশন ও এসাইনমেন্টে প্রাপ্ত নম্বর গোপনীয় দলিল ও এর ফটোকপি দেওয়ার বিধান নেই, সেহেতু অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করা সম্ভব নয় মর্মে কমিশনকে অবহিত করেন । তিনি আরো বলেন যে, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এর দাপ্তরিক কাজ হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান নিরীক্ষার্থে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা, প্রেজেন্টেশন এবং এসাইনমেন্ট গ্রহণ করা হয় । যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা গ্রহণ ,খাতা মূল্যায়ন, উত্তরপত্রের ফটোকপি, প্রেজেন্টেশন/এসাইনমেন্ট গ্রহণ প্রভৃতি দাপ্তরিক গোপনীয় কাজ হিসেবে বিবেচিত সেহেতু পরীক্ষার খাতা কোন প্রকার তথ্য নয়, কারণ সংজ্ঞায় উদ্ধৃত ২২টি উদাহরণের মধ্যে উত্তরপত্র উল্লেখ করা হয় নি। তাই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে পরীক্ষার খাতা তথ্য হতে পারে না বিধায় অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করা সম্ভব নয় । পরীক্ষার খাতা, পরীক্ষার উত্তরপত্র, পরীক্ষার্থীর প্রেজেন্টেশন ও এসাইনমেন্ট তথা উত্তরপত্র যেহেতু তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(জ) উপধারা অনুযায়ী ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য প্রকাশযোগ্য নয়, উত্তরপত্র তথ্য অধিকার আইনের ৭(ঘ) উপধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ এবং ৭(ঝ) উপধারা অনুযায়ী উত্তরপত্র প্রকাশিত হলে তা মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের পেশাগত জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত ও বিপদাপন্ন করতে পারে, তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালার ৫(খ) ও ৫(ছ) এবং সর্বোপরি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৩(খ) উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উত্তরপত্র পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত যোগাযোগ হিসেবে উল্লেখ করে প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করা সম্ভব নয় মর্মে বক্তব্য পেশ করেন । এছাড়াও তিনি তার বক্তব্যে আরো উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদি সংরক্ষিত থাকা সাপেক্ষে এবং তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে প্রদান করা হবে মর্মে কমিশনকে অবহিত করেন । তবে যেহেতু চাহিত তথ্যের পরিমাণ বেশি, সেহেতু তিনি অভিযোগকারীকে সুনির্দিষ্ট তথ্য সরবরাহ করার জন্য কমিশনের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন ।

বিচার্য বিষয়সমূহ

১. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষার উত্তরপত্র তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে তথ্যের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হয় কিনা;
২. উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা পরীক্ষার উত্তরপত্র তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ (ঘ) উপধারা অনুযায়ী ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় কিনা;
৩. উক্ত পরীক্ষার উত্তরপত্র সরবরাহ করা হলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ (ঝ) উপধারা অনুযায়ী পরীক্ষকের ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত/বিপদাপন্ন হতে পারে কিনা;
৪. পরীক্ষার উত্তরপত্র সংবিধানের ৪৩(খ) অনুযায়ী ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৭ (জ) উপধারা অনুযায়ী ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য হিসেবে গণ্য হবে কিনা;
৫. তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা,২০১০ এর ৫(খ) ও ৫(ছ) উপ-প্রবিধি এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এর Regulation তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩ ধারার উর্দ্ধে স্থান পাবে কিনা;
৬. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারার অন্য কোন উপধারা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা; এবং
৭. উল্লেখিত বিচার্য বিষয়সমূহ বিবেচনায় প্রার্থিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহযোগ্য কিনা ।

প্রাপ্ত তথ্যাদিও বিশ্লেষণ ও রায়ের যৌক্তিকতা

উল্লিখিত বিচার্য্য বিষয়গুলো পৃথক পৃথকভাবে নিম্নে পর্যালোচনা করা হলোঃ

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য এবং দাখিলকৃত উভয়পক্ষের কাগজপত্র পর্যালোচনায় ১নং বিচার্য বিষয়ে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী তার তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের মাধ্যমে (১) April 2013 Semester, Course CSE 6806: Wireless and Mobile Communication Networks, (2) October 2013 Semester, Course CSE 6302: Software Quality Assurance এবং (৩) April 2014 Semester, Course CSE 6602 High Dimensional Data Management কোর্সসমূহের টার্মটেস্ট এবং ফাইনাল পরীক্ষার সকল পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের ফটোকপি চেয়েছেন । অর্থ্যাৎ উত্তরপত্রের ফটোকপি তথ্যের সংজ্ঞায় পড়ে কিনা তাই এক্ষেত্রে বিবেচ্য। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২ ধারার (চ) উপধারায় তথ্যের সংজ্ঞা সন্নিবেশিত হয়েছে । উক্ত সংজ্ঞায় প্রদত্ত ২২টি উদাহরণ বিশেষভাবে উল্লেখ করে শেষের দিকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "------- এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে :-------"। যেহেতু উত্তরপত্রে পরীক্ষায় প্রদত্ত প্রশ্নপত্রের উত্তরসমূহ লিখিত হয়, সেহেতু এটি তথ্যবহ একটি বস্তু সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই বিধায় তথ্যের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত ।

২নং বিচার্য বিষয়ে পরীক্ষার উত্তরপত্র তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ (ঘ) উপধারা অনুযায়ী ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় কিনা সে বিষয়টি পরীক্ষার জন্য উক্ত উপধারা উল্লেখ করা হলো:
" ৭(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্থ হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তনির্হিত গোপনীয়তা বিষয়ক কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Inteluctual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য" উপর্যুক্ত সংজ্ঞা থেকে এটি এইক্ষেত্রে স্পষ্ট যে, পরীক্ষার উত্তরপত্র কোন বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক গোপনীয়তা বিষয়ক কোন তথ্য নয় । অধিকন্তু বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এর কাজ হচেছ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা এবং যথাযথ মূল্যায়নঅন্তে গৃহীত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা । পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন কোন কপিরাইট আইনের আওতাধীন কোন বিষয় নয় । কাজেই পরীক্ষার উত্তরপত্র কোন বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক গোপনীয়তা বা কপিরাইট এর আওতাভুক্ত না হওয়ায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ (ঘ) উপধারা অনুযায়ী ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয় ।

৩নং বিচার্য বিষয়ে দেখা যায় যে, পরীক্ষার উত্তরপত্রের সাথে দুটি অংশ সম্পৃক্ত -(১) পরীক্ষার্থী কর্তৃক লিখিত উত্তর এবং (২) পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নপূর্বক নম্বর প্রদান, যাচাই এবং স্বাক্ষর, এমনকি পরীক্ষকের কোড নম্বর । এক্ষেত্রে পরীক্ষকের নাম ,স্বাক্ষর বা কোড নম্বর প্রকাশিত হলে কোন সংক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থী কর্তৃক উক্ত পরীক্ষকের ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত বা বিপদাপন্ন হতে পারে মর্মে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য যুক্তিপূর্ণ । এ যুক্তি বিবেচনায় নিয়ে উত্তরপত্রের যে পৃষ্ঠায় পরীক্ষকের নাম, কোড নম্বর, স্বাক্ষর বা অন্য কিছু থাকে যা প্রকাশ করলে তার জীবন বিপদাপন্ন হতে পারে সেই অংশ ব্যতীত বা ঐ অংশটুকু ঢেকে রেখে উত্তরপত্রের অবশিষ্ট অংশ প্রকাশযোগ্য এবং এ বিষয়ে আদেশে নির্দেশনা থাকা দরকার বলে তথ্য কমিশন অভিমত পোষণ করে ।

৪ নং বিচার্য বিষয়ে দেখা যায় যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৩(খ) অনুচ্ছেদের বর্ণনা অনুযায়ী পরীক্ষার উত্তরপত্র কোন ব্যক্তিগত যোগাযোগ নয় । কারণ এটি একটি পাবলিক পরীক্ষা যাতে একই প্রশ্নের উত্তর সকল অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী উত্তরপত্রে লিপিবদ্ধ করেন, যা মূল্যায়ণ করেন পরীক্ষকগণ এবং পরিচালনা করেন নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা । এক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পরীক্ষার উত্তরপত্রকে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বলে গণ্য করার সুযোগ নেই । অন্যদিকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ (জ) উপধারা অনুযায়ী উত্তরপত্র তার ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা বিষয়ক তথ্য নয় । এটি তার জ্ঞান ও মেধা মূল্যায়নের ভিত্তি যা পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত গোপনীয় হলেও ফলাফল প্রকাশের পর তা উন্মুক্ত ।

৫ নং বিচার্য বিষয়ে দেখা যায় যে, কোন পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ণ এবং গৃহীত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশসহ সকল কার্যক্রম পাবলিক এ্যাক্টিভিটির এক একটি অংশ হওয়ায় এগুলো ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয় বা ব্যক্তিগত তথ্য নয় । কাজেই তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা,২০১০ এর

ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে অনুসরনীয় পদ্ধতি ৫(খ) বা ৫(ছ) উপধারা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় । এই প্রবিধির প্রথমেই ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের সংরক্ষণের বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে । কোন পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য ও ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্নকারী তথ্য এক বিষয় নয় । তদুপরি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় জারীকৃত একটি প্রবিধান হলো তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা, যার অবস্থান কোনক্রমেই তথ্য অধিকার আইনের উর্ধ্বে হতে পারে না । কারণ তথ্য অধিকার আইনের ৩ ধারায় এই আইনের প্রাধান্যের বিষয়টি সন্নিবেশিত হয়েছে যা নিম্নরূপ " আইনের প্রাধান্য- প্রচলিত অন্য কোন আইনের- (ক) তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুণ্ন হইবে না; এবং (খ) তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে। "

এই অভিযোগের ক্ষেত্রে ৩(খ) উপধারা বিবেচ্য হবে । কারণ তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা ৫(খ) ও ৫(ছ) উপধারায় এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এর Regulation এর শর্তাবলীর মাধ্যমে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে । এই ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাবে । অর্থ্যাৎ বিভিন্ন আইন, বিধি ও প্রবিধির উর্ধ্বে তথ্য অধিকার আইন স্থান পাবে ।

৬ নং বিচার্য বিষয়ে দেখা যায় যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারাতে মাত্র ২০টি ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নাগরিকগণের যাচিত তথ্য প্রদান করতে বাধ্য নয় । এই ২০টি ক্ষেত্রের মধ্যে ১টি মাত্র উপধারা ৭(ধ) পরীক্ষা সংক্রান্ত যা নিম্নরূপ:
" ধারা ৭- উপধারা(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য"
উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক নয় । অর্থ্যাৎ ফলাফল প্রকাশের পর তথ্য প্রদানে আর কোন বাধা নেই ।

৭ নং বিচার্য বিষয়ে দেখা যায় যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৪ ধারায় এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তথ্য লাভের অধিকার রয়েছে এবং নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য । এক্ষেত্রে তথ্যের আবেদনকারী কেন তথ্য চাচ্ছেন তা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই । তথাপি এই তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ তথা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এর সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা এবং যারা পরীক্ষা পরিচালনা বা উত্তরপত্র পরীক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের জবাবদিহিতার বিষয়টি জড়িত মর্মে প্রতীয়মান হয় । এই ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহের আদেশ দেওয়া হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা প্রতিভাত হবে এবং পরীক্ষকগণের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে বলে তথ্য কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় । প্রধান তথ্য কমিশনারের সাথে একজন তথ্য কমিশনার প্রার্থীত তথ্য প্রদানে একমত পোষণ করেন । অন্য একজন তথ্য কমিশনার ভিন্নমত প্রকাশ করেন যা এই রায়ের সাথে সংযোজিত হয়েছে । তবে তথ্য অধিকার আইনের ১৮ ধারা অনুযায়ী প্রধান তথ্য কমিশনারের সাথে অন্য যেকোন একজন তথ্য কমিশনার একমত পোষণ করলে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত হিসেবে তা তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

উপর্যুক্ত সকল বিষয় বিবেচনা করে বিলম্ব প্রমার্জনপূর্বক তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ অনুযায়ী অভিযোগকারীর প্রার্থীত সকল তথ্য সংরক্ষিত থাকা সাপেক্ষে সরবরাহযোগ্য মর্মে কমিশনের অধিকাংশ সদস্য একমত পোষণ করেন । কাজেই আদেশ হয় যে,

আদেশ

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে,

যেহেতু, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষার উত্তরপত্র তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে তথ্যের সংজ্ঞা অনুযায়ী তথ্য হিসেবে গণ্য;

যেহেতু, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষার উত্তরপত্র তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ (ঘ) উপধারা অনুযায়ী ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়;

যেহেতু, পরীক্ষার উত্তরপত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে উত্তরপত্র মূল্যায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিচিতি প্রকাশিত হলে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বিবেচনায় এ বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন;

যেহেতু, পরীক্ষার উত্তরপত্র/প্রেজেন্টেশন/এসাইনমেন্ট কোন ব্যক্তিগত যোগাযোগ নয়;

যেহেতু, তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টিকারী আইন, বিধি এবং প্রবিধিমালার উর্ধ্বে তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্য রয়েছে;

যেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত সকল তথ্য তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সরবরাহযোগ্য; এবং

যেহেতু, প্রার্থীত তথ্যাদি প্রকাশিত হলে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কর্তৃক পরিচালিত এর কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে ;

সেহেতু, অভিযোগকারীর প্রার্থীত সকল তথ্য সরবরাহের আদেশসহ নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত সকল তথ্য সংরক্ষিত থাকা সাপেক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব প্রফেসর ডঃ এন.এম.গোলাম জাকারিয়া, রেজিস্ট্রার (অঃ দাঃ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০ কে নির্দেশনা দেয়া হলো । তবে উত্তরপত্রের যে অংশে পরীক্ষক বা অন্য কোন ব্যক্তির নাম বা স্বাক্ষর বা কোড নম্বর থাকে এগুলো বাদ দিয়ে বা এগুলোকে ঢেকে রেখে ফটোকপি করে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৪(৫) অনুযায়ী প্রত্যয়নপূর্বক তথ্য সরবরাহ করতে হবে ।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত

(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত

(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)
প্রধান তথ্য কমিশনার

কেস নং ১৭/২০১৬

তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. খুরশীদা সাঈদ এর ভিন্নমত ও রায়ঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ মোতাবেক উপরে বর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের তথ্যের জন্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারিক রায় প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহ্যে নেয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার স্বার্থে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে একদিকে যেমন নাগরিক চাহিদা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান তথ্য দিতে বাধ্য, অপরদিকে তেমনি কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত ও বিধিসম্মত কার্যক্রমের শৃঙ্খলা যাতে আইনের কোনরূপ অপব্যবহার অথবা, বিভ্রান্তিকর/শূন্যগর্ভ/অপ্রযোজ্য (পড়হভঁংরহম/রহধঢ়ঢ়ৎড়ঢ়ৎরধঃব/হড়ঃ ংঁরঃধনষব) চাহিদা দ্বারা বিপর্যস্ত, ভাবমুর্ত্তি ক্ষুন্ন এবং ভঙ্গুর না হয়ে পড়ে (বহুদিনের সময়, মেধা, বিপুল অর্থ ও শ্রম সাধ্যে রাষ্ট্রের এক-একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ সম্ভব হয়) সেদিকে সতর্ক ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয় বিধায় এক্ষণে এই মর্মে রায় প্রদান করা যাচ্ছে যে,

যেহেতু,

বিভিন্ন ক্রমিক নম্বরগত উত্তরপত্র সমূহের ফটোকপি তুলনা করে দেখার আবশ্যকতায় চাওয়া হয়েছে, এবং ব্যক্তিক উদ্যোগে সেইরূপ তুলনার জন্য পুনরায় কোন বিশেষজ্ঞ পরীক্ষককে নিয়োগ প্রদান (অনানুষ্ঠানিক) আবশ্যক এবং সেই অনানুষ্ঠানিক পরীক্ষকের দক্ষতা-যোগ্যতা ও মূল্যায়ন সঠিক কিনা মূল্যায়ন/পরীক্ষণের জন্য পুনরায় কোন পরীক্ষক (অনানুষ্ঠানিক?) আবশ্যক এবং এইরূপে এটি একটি জটিল বিতর্কযোগ্য ও অশেষ প্রক্রিয়া বলে প্রতীয়মান হয়;

যেহেতু,

প্রাপ্ত বয়স্ক, উচ্চশিক্ষিত পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রসমূহ তাদের একরূপ মেধার সম্পদ/বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (আরটিআই, ধারা ৭ (ঘ)),

যেহেতু, উপরে উল্লিখিত ক্রমিক নম্বরধারী নিরপরাধ কোন পরীক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থীগণের উত্তরপত্র মূল্যায়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্নীত ফলাফলের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে লব্ধ তাদের ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ শিক্ষা জীবনের পরবর্তী পর্যায় বা পেশাজীবনের নিরাপত্তা ঐসকল উত্তরপত্রের ফটোকপি নানাভাবে অপব্যবহারপূর্বক প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলার মাধ্যমে বিঘ্নিত ও বিপদাপন্ন হতে পারে (আরটিআই, ধারা ৭ (ঝ));

যেহেতু,

যাচিত উত্তরপত্রসমূহের ফটোকপি ক্যাম্পাসে, সমাজে, সংবাদপত্রে সকলের হাতে-হাতে প্রচারপত্রের মত ছড়িয়ে যেতে পারে এবং তা একজন নির্দোষ ব্যক্তির ব্যক্তিজীবনকে সমাজে মর্যাদাহানিকর/প্রশ্নবিদ্ধ অবস্থায় নিক্ষিপ্ত করতে পারে (আরটিআই, ধারা ৭ (ঝ));

যেহেতু,

সময়, শ্রম ও অর্থব্যয় সাপেক্ষে উপরে বর্ণিত ক্রমিক নম্বরধারী পরীক্ষার্থীগণ উল্লিখিত যে প্রতিষ্ঠানের নিকট যে কারণে পরীক্ষায় অবতীর্ন হয়েছিলেন এবং ফলাফল ও ডিগ্রী লাভ করেছিলেন সেই কারণ ব্যতিরেকে অপর কোন উদ্দেশ্যে উত্তরপত্রসমূহের ফটোকপি অপর কারো নিকট উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে হস্তান্তর করা সমীচীন নয়, (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা ৫ (খ)),

যেহেতু এইরূপ হস্তান্তরের কারণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত কোন নির্দোষ ব্যক্তির যোগ্যতা বিষয়ক তথ্য ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা ৫ (ছ))

সর্বোপরি যেহেতু, তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারপূর্বক অপরের (নিজের নয়) উত্তরপত্রের ফটোকপি প্রাপ্তির এইরূপ কোন রীতি ও দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ দেশের অগনিত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত ও নিয়মসিদ্ধ কার্যক্রম নানাভাবে ব্যাহত শুধু হবে না, দেশব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট অন্যান্য পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র চাইবার নানাবিধ উদ্দেশ্যগত অহিতকর হুজুগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে এবং যেহেতু কোনভাবে ব্যক্তিক উদ্যোগে উত্তরপত্র মূল্যায়নের এই অযৌক্তিক রীতি চালু হলে প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়নের গুরুত্ব ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাই প্রশ্ন সাপেক্ষ হবে,

সেহেতু,

- আবেদনকারী বিপ্লব কর্মকারকে, যদি তিনি নিজে পরীক্ষার্থী হোন (অথবা, পরীক্ষার্থীর অভিভাবক হোন) তবে স্বীয় উত্তরপত্রের ফটোকপি ব্যতীত অপর কোন উত্তরপত্রের ফটোকপি দেয়া যাবে না, (যদি না এক্ষেত্রে অন্যত্র স্বতন্ত্র কোন মামলা সাপেক্ষে মহামান্য আদালত সকল উত্তরপত্র উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ প্রদান করেন);
- আবেদনে উল্লেখকৃত সকল ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর, প্রশ্নপত্র সমূহ, এ্যাসাইনমেন্টের নম্বর পরীক্ষা পরবর্তীকালে ফলাফল প্রকাশ সাপেক্ষে সরবরাহ করতে হবে, (২০১৩ ও ২০১৪ এর ফলাফল নিশ্চয়ই প্রকাশিত হয়েছে),
- যদি তিনি নিজে পরীক্ষার্থী না হোন, তবে তথ্য সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসৃত বিধি/বিধান/আইন-কানুন/নিয়ম-রীতি অনুসরণ করতে হবে। (আরটিআই, ধারা ৩ (ক), উল্লেখ্য, প্রধানত ধারা ৭

এর নির্দেশ-নির্দেশনা আমলে নিয়ে এই আবেদন বিচার বিশ্লেষণ করে রায় দেয়া হলো। সুতরাং ধারা ৩ (খ) এখানে আমলে নেয়া হয় নাই)।

স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)
তথ্য কমিশনার